Rs. 2.00

মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

13th March 2019

Special Issue

Vol : VI Issue : XII,13th, March, 2019 ফাল্গুন, ১৪২৫,বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/ 46375

ডাঃ হেনরি নর্মান বেথুন-এর ১২৯তম জন্ম বার্ষিকী
এবং
বেথুন ইন্সটিটিউট -এর চর্তুদশ প্রতিষ্ঠা দিবস
উপলক্ষে

বিশেষ সংখ্যা

Scanned by CamScanner

—:: সভাপতির বক্তব্য ::—

নর্মাণ বেথুনের ১২৯তম জন্ম দিবস উপলক্ষে সকলকে এবং বেথুন ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠা দিবসে সকলকে অভিনন্দন জানাই

পেলব মুখার্জী

৮০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, মহান নর্মান বেথুন পরলোকগত হয়েছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম মণিষীর মৃত্যুতে দুনিয়া জুড়ে মানবপ্রেমী জনগণের মধ্যে এক শোকের ছায়া নেমে আসে, কানাডাতে জন্মগ্রহণ করলেও বেথুন স্পেনের গৃহযুদ্ধ, চীনের লংমার্চ ছাড়াও নিজভূম কানাডাতেও গরীব ও নিপীড়িত মানুষের সেবায় তাঁর জীবন উৎসর্গ করে গেছেন।

রোগিরা ডাক্তারের কাছে যাবেন এটাই চিরাচরিত প্রথা। বেথুনই চালু করেন রোগির কাছে ডাক্তাররা যাবেন। যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তের প্রয়োজনে আহত রোগীর চিকিৎসার যাতে অভাব না হয় সেজন্য স্বেচ্ছাসেবকদের / অঞ্চলের নাগরিকদের জড়ো করে তিনি চালু করেন মোবাইল ব্লাডব্যাঙ্ক যাতে যখন রোগীর দরকার তখনই রক্তসঞ্চালন করা যায়। তিনি স্মরণিয় হয়ে আছেন চীনের তথা সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে।

তাঁর স্বরণে আমরা আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা ও অভিবাদন জ্ঞাপন করছি। ২০০৫ সালে জয়া শ্রমিকদের প্রচেষ্টায় আমাদের সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় মহান নর্মান বেথুনের ঐতিহাসিক অবদানকে স্বরণে রেখে, তাঁর প্রদর্শিত পথে আমাদের দেশের গরীব নিপীড়িত মানুষের সেবার উদ্দেশ্য নিয়ে। তারপর থেকে আমরা চেষ্টা করে চলেছি নর্মান বেথুনের মানবসেবার লক্ষ্যকে তাঁরই প্রদর্শিত পথে এগিয়ে নিয়ে চলার জন্য। ইতিমধ্যেই আমরা একাজে অনেকদূর অগ্রসর হতে পেরেছি। গরীব মানুষের চিকিৎসার জন্য আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি নর্মান বেথুন ক্লিনিক। সেখানে ফিজিওথেরাপি, আকুপাংচার, ডাক্তারি পরিসেবা ছাড়াও হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার বন্দোবস্ত করে উঠতে পেরেছি। একাজ অনেকাংশে এখনও বাকি। সারাদেশে গরীব মানুষদের সেবা করার জন্য রয়েছে বিরাট সুযোগ। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই আমরা এগিয়ে চলেছি।

ডাক্তার নর্মান বেথুনের জন্মদিন ও বেথুন ইনস্টিটিউট অফ্ জেরিয়াট্রিকস রিসার্চ অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার-এর প্রতিষ্ঠা দিবস কাছাকাছি হওয়ায় বেথুন ইনস্টিটিউট থেকে উভয়দিনটিকে স্মরণ করার জন্য আজকের দিনটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে যাতে উভয় ঘটনাকেই স্মরণীয় করে তোলা যায়। আমি এই উপলক্ষ্যে আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আপনাদের অকৃত্রিম ভালবাসা ও প্রচেষ্টায় বেথুন ইনষ্টিটিউট এগিয়ে চলেছে - এগিয়ে যাবে। এই বিশ্বাস রেখে আমাদের সকলকে পুনরায় আমার ভালবাসা জ্ঞাপন করছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বেথুন ইনস্টিটিউট এগিয়ে যাবে এ বিশ্বাস রেখে আমার বক্তব্য আজকের মত এখানেই শেষ করছি।

———

Scanned by CamScanner

—ঃঃ "ধর্মাকারার প্রাচীরে বজ্র হানো" ঃঃ—

গৌতম রায় চৌধুরী

৩১ বৈশাখ ১৩৩৩, কলকাতার দাঙ্গার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 'ধর্মমোহ' কবিতাটি রচনা করেন। ১৪২৫-এর ফাল্গুন মাসে দাঁড়িয়ে মনে হয় 'ধর্মের বেশে মোহ' যেন সবাইকে আরও বেশি করে গ্রাস করেছে। খুব হতাশ লাগে। কেন্দ্রে-রাজ্যে দুই পক্ষই পাল্লা দিয়ে হিন্দু ধর্মের ধ্বজাকে উঁচুতে ওঠাবার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। কিন্তু এর মাঝে কিছু দীপশিখা - "এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক" নিয়ে আসছে, মনে আশা জাগে ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানা যাবে।

প্রথম দীপশিক্ষা কাঠুয়ার দীপিকা সিংহ রাজওয়াত। জম্মু থেকে ৯৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কাঠুয়া এক গণ্ড গ্রাম। সেখানে গুজ্জর বাকারওয়াল সম্প্রদায়ের নিতান্ত গরীব পরিবারের আট বছরের এক ছোট্ট মেয়ে। খেলার অবসর নেই, স্কুলে যায় না বা যেতে পারে না, কারণ তাকে ঘোড়া চরাতে জঙ্গলে যেতে হয়। সাতদিন বাদে মেয়েটি উদ্ধার হল জঙ্গল থেকে। ১৭ জানুয়ারি, ২০১৮। মেয়েটি নয় তার মৃতদেহ। গণধর্ষণ করে তার মাথা থেঁতলে খুন করা হয়েছে। পুলিশি তদন্তে জানা গেল মেয়েটিকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে একটি ধর্মস্থানে আটকে রেখে রোজ নৃশংস অত্যাচার চালানো হয়েছে। পুলিশ আট অভিযুক্তকে ধরল। ঘটনার ভয়াবহতা সারা দেশকে নাড়িয়ে দিল। সংবাদ মাধ্যমে দ্বিতীয় 'নির্ভয়া কান্ড' বলে অভিহিত হল। একই সময়ে জম্মু কাশ্মীর হাইকোর্টের তরুণী আইনজীবি, দীপিকা, আমাদের বিবেককে নাড়িয়ে দিল। কাশ্মীরি পন্ডিত সম্প্রদায়ের সদস্যা হয়েও তিনি বিনা পারিশ্রমিকে হত দরিদ্র গুজ্জুর বাকারওয়াল পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন। ঘোরতর অন্যায়! জম্মু-কাশ্মীর হাইকোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশন তীব্র বিরোধিতা শুরু করল, কারণ তো একটা নয় অনেক। প্রথমত তিনি বার অ্যাসোসিয়েশনের ডাকা স্ট্রাইকের মধ্যে বালিকার পরিবারের হয়ে কোর্টে দাঁড়িয়েছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি একটি বাকারওয়াল মুসলিম পরিবারের হয়ে মামলা লড়েছেন, যেখানে অভিযুক্তরা সবাই হিন্দু। এটা যে হিন্দুদের বিরুদ্ধে একটা চক্রান্তে সেটা তিনি বুঝতে পারছেন না। তৃতীয়ত, দীপিকা দেশদ্রোহী, তিনি জঙ্গিদের হয়ে লড়াইয়ে নেমেছেন। এতেই শেষ নয়, অভিযোগ করা হল দীপিকা দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েটির নাম করে প্রচুর টাকা তুলেছেন এবং তাঁর পারিশ্রমিক নাকি এই দান থেকেই নেওয়া হয়েছে। উত্তরে দীপিকা সুস্পষ্টভাবে জানায় যে তিনি জওহরলাল বিশ্ববিদ্যালয়ে যাননি, কোনরকম দান সংগ্রহ করেন নি এবং বিনা পারিশ্রমিকে মামলা লড়েছেন। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের বাণী। জম্মুতে আগুন জ্বলল। পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দলকে (সিট) আদালতে চার্জশিট পেশ করতে বাধা দিল আইনজীবিদেরই একটা অংশ শুধু তাই নয়, জম্মু বন্ধ ডেকে রাস্তায় শুয়ে পড়ে তারা আন্দোলন চালাল। 'হিন্দু একতা মঞ্চ'র নেতৃত্বে আন্দোলন তুঙ্গে উঠল। সাম্প্রদায়িক বিভাজন এমন স্তরে পৌছাল যে নিহত বালিকাটিকে বাড়ির পাশে কবর দেওয়া গেল না, প্রায় ৮ কিলোমিটার দূরে এক আত্মীয়ের জমিতে তার স্থান হল। এই তীব্র সাম্প্রদায়িক ঝড়েও কিন্তু দীপিকা দমে যান নি। তিনি আশংকা করেছেন খুন হতে পারেন, এমনকি তাঁকে ধর্ষনও করা হতে পারে। তবু ধর্ষক ও খুনীদের বিরুদ্ধে লড়াইটা চালিয়ে যাবেন বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তিনি চান না আর কোনোও নাবালিকা ধর্ষিত বা খুন হয়ে যাক। তাঁর লড়াই বিফলে যায় নি। একতা মঞ্চ এবং আইনজীবিদের একাংশের দাবী (সি বি আই তদন্ত) সুপ্রীম কোর্ট নাকচ

Scanned by CamScanner

করেছেন এবং দীপিকার দাবী মেনে মামলাটি জম্মু থেকে পাঞ্জাবে পাঠানকোট কোর্টে সরিয়েছে। কাঠুয়ার জঙ্গলে অন্ধকারে প্রদীপ হাতে একা হেঁটে চলেছেন দীপিকা সিংহ রাজওয়াত।

দ্বিতীয় আলোকশিখা দিল্লির যশপাল সাকসেনা। তাঁর তেইশ বছরের একমাত্র পুত্র অঙ্কিত সাকসেনার সঙ্গে কুড়ি বছরের সাহাজাদির প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। হিন্দু যশপাল দম্পতির কোনো আপত্তি ছিল না মুসলিম সাহাজাদিকে পুত্রবধূ হিসাবে বরণ করে নিতে। কিন্তু সাহাজাদির গোঁড়া মুসলিম পরিবারের এই বিজাতীয় প্রেম সহ্য হল না। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ র এক সন্ধ্যায় সাহাজাদির বাবা, কাকা, ভাই দলবল জুটিয়ে অঙ্কিতকে বাড়ির সামনে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল। তাদের বর্বরতা থেকে অঙ্কিতের মাও রেহাই পেলেন না। মোদির রাজত্বে খোদ রাজধানী দিল্লির বুকে এই ঘটনা বারুদের স্তূপে আগুন ধরিয়ে দিল। সেই আগুনে জল ঢাললেন সদ্য প্রয়াত অঙ্কিতের পিতা যশপাল সাকসেনা। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "আমার পুত্রের হত্যাকে যেন সাম্প্রদায়িক রূপ না দেওয়া হয়। কেউ যেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে বা ধর্মের বিরুদ্ধে পরিবেশকে কলুষিত না করে। আমার সন্তানকে একটি মুসলমান পরিবার হত্যা করেছে এটা ঠিক। আমি তাদের শাস্তি চাই। কিন্তু এর জন্য সমগ্র মুসলমান সমাজকে যেন দায়ী না করা হয়। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোর জন্য আমাকে যেন ব্যবহার না করা হয়।" এই বিবৃতির পর স্বভাবতই পরিবেশ অনেক শান্ত হয়ে গেলেও সাম্প্রদায়িকতার আগুন তখনও ধিকিধিকি জ্বলছিল। এবার সেই সন্তানহারা পিতা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন তা মহাত্মা গান্ধীর দেশেও এক বিরলতম ঘটনা। বন্ধু মহম্মদ ইজাহার আলমের সহযোগিতায় ইফতার পার্টির আয়োজন করলেন। এদিনের ইফতার রাজনৈতিক ইফতার পার্টি নয়, এখানে মাথায় ফেট্টি বেঁধে নেতা নেত্রীরা উপবাস (?) ভঙ্গ করেন না। অঙ্কিতের বন্ধু প্রতিবেশী সহ শতাধিক মানুষ এখানে উপস্থিত থেকে সাম্প্রদায়িক অভিঘাতধ্বস্ত ভারতে মানবতার বিরল বার্তা পৌঁছে দিল। ইফতার পার্টির প্রাক্কালে যশপাল বললেন, "আমার ছেলের খুনিদের ফাঁসি হোক, কিন্তু তারা যে সম্প্রদায়ভুক্ত সেই সম্প্রদায়কে কোনোভাবে দায়ী করতে পারি না। আমি চাই আমার সন্তান ভালোবাসা ও শান্তির প্রতীক হিসাবে চিরকাল বেঁচে থাকুক" হাজার আলোর ঝলকানিতেও অন্ধকারাচ্ছন্ন দিল্লি, যশপালের প্রদীপের আলোয় যেন উদ্ভাষিত হয়ে উঠল।

তৃতীয় আলোকশিখা আসানসোলে মসজিদের ইমাম মৌলনা ইমদাদুল রাসিদি। কোনো এক নেত্রীর অনুপ্রেরণায় এখন বাঙালির বারো মাসে তেরো নয়, ছাব্বিশ পার্বন। ফলে উত্তর ভারতের রামনবমী রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় বাঙালির রামনবমীতে পরিণত হয়েছে। রামের নামে অসংখ্য মানুষ মারণ অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মিছিল করছে। ২৭ মার্চ, ২০১৮ - এ এমনি এক মিছিল দেখতে বেরিয়েছিল মৌলনা রাসিদির ষোলো বছরের ছেলে, মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, সিবতুল্লা রাসিদি। সে আর বাড়ি ফিরল না। পরের দিন তার মৃতদেহ পাওয়া গেল। স্বভাবতই আসানসোলের মুসলিম সমাজ বিশেষ করে যুব সম্প্রদায় রাগে ক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠল। শহর জুড়ে দাঙ্গা যখন মনে হচ্ছে অবধারিত তখনই স্বাধীনতাপূর্ব মহাত্মার ভূমিকা নিলেন আসানসোল মসজিদের ইমাম মৌলানা ইমদাদুল রাসিদি। আসানসোলের ইদগার ময়দানে সিবতুল্লাকে সমাহিত করার পর হাজার হাজার উত্তেজিত জনতার সামনে সদ্য সন্তানহারা পিতা বললেন, 'ইসলাম শান্তির বার্তাবাহক। আমার সন্তানের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবেন না। যদি সে চেষ্টা হয়, তাহলে আমি শহর মসজিতের ইমামতি ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে যাব। আমার সন্তান আল্লার কাছে চলে গেছে। আমি চাই না অন্য কোনো পরিবার তার প্রিয় সন্তানকে হারাক। আমি চাই না, আর

Scanned by CamScanner

কোনো ঘরবাড়ি পুড়ুক। আল্লাহ আমাকে পুত্রশোক সহ্য করার ক্ষমতা দিন।" এই কথাগুলি শুনে উপস্থিত জনতা কাঁদতে শুরু করেন এবং অশ্রুসিক্ত নয়নে শান্তপূর্ণভাবে বাড়ি ফিরে যান । আমরা যারা তুচ্ছ কারণে দাঙ্গা দেখতে অভ্যস্ত, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে নতজানু হয়ে শুধু কুর্ণিশ করি। আজকের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বক্লিষ্ট ভারতে রাজনৈতিক নেতা নেত্রীরা নন। , এরাই আমাদের পথপ্রদর্শক। আর আছেন রবীন্দ্রনাথ, যিনি বলেন,

"হিন্দু সমাজের কর্তব্য কী? যাহা ধর্ম তাহাই পালন করা। অর্থাৎ যাহাতে সকলের মঙ্গল তাহারই অনুষ্ঠান করা। কীসে সকলের মঙ্গল? বিচার ও পরীক্ষা ছাড়া তাহা জানিবার অন্য কোনো উপায়ই নেই। বিচারবুদ্ধিটা মানুষের আছে এই জন্যই।"

আত্মপরিচয় - পরিচয়।

শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন? নানক, চৈতন্য, চন্ডীদাস, কবীর, নজরুল, লালন সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমাদের শ্লোগান হোক —

"শুনরে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই"

তথ্য ঋণ - (ক) তাপস সিংহ, আনন্দবাজা পত্রিকা, ২০.০৫.২০১৮
(খ) সহিদ আলি মান, নকিব, বইমেলা ২০১৯

———

Scanned by CamScanner

—ঃঃ এক মহাপ্রলয়ের পূর্বাভাস ঃঃ—

বাণী প্রসন্ন দত্ত

বেঙ্গালুর জওহরলাল নেহরু সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড্ সায়েন্টিফিক রিসার্চ-এর সিস্মোলজিস্ট সিপি রাজেন্দ্রনের নেতৃত্বে একটি গবেষণায় সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে যে কোনও দিন, যে কোনও মুহূর্তে এক ভয়াবহ ভূমিকম্পে লন্ডভন্ড হয়ে যেতে পারে গিরিরাজ হিমালয়। প্রলয়ঙ্কর এই কম্পনের মাত্রা রিখটার স্কেলে হতে পারে ৮.৫ বা তারও বেশি তীব্রতায়। গত ২০১৫ সালে নেপালে কেন্দ্রীভূত করে যে ভূমিকম্প হয়েছিল রিখটার স্কেলে তার তীব্রতা ছিল ৮.১ আর তার প্রভাবে কোলকাতাসহ সুদুর দিল্লি পর্যন্ত ভয়ঙ্কর ভাবে কেঁপে উঠেছিল আর প্রাণ হারিয়েছিল ৯০০০ জন মানুষ। অতএব সহজেই অনুমেয় যে ৮.৫ বা তারও বেশি মাত্রা তীব্রতার কম্পনে কি প্রয়লঙ্কর ঘটনাই না ঘটে যেতে পারে। এবং ধেয়ে আসতে পারে অজানা অচেনা প্রলয় জলোচ্ছাসের বিপদ। এই উদ্বেগে বা আতঙ্ক আরও শতগুণ বাড়িয়ে দিয়ে এর যথাযথ সত্যতা স্বীকার করে সর্বোপরি ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সাথে সম্পূর্ণ সহমত প্রকাশ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক রজার বিলহ্যামের নেতৃত্বে এক বিশেষজ্ঞদল যারা বেশ কয়েক বছর ধরেই হিমালয় নিয়ে রিসার্চ করছিলেন হিমালয় ও তৎসংলগ্ন এলাকায় এবং তারাও শেষমেশ সব দিক পর্যালোচনা করে এই মর্ম্মে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অভিমত সঠিক বলে স্বীকারও করেছেন। ওই ভারতীয় ও মার্কিন বিশেষজ্ঞদের অভিমত অনুসারে মহাবলি হিমালয়ের যদি সত্যসত্যই মহাপতন হয় তার ফল হবে অতি মারাত্মক ও ভয়ঙ্কর। এক কথায় এক মহাপ্রলয় যার ফলস্বরূপ তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়বে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্ক মাউন্ট এভারেস্ট সহ সম্পূর্ণ হিমালয় পর্বত। এই মহাপতনের ফলে হিমালয়ের গোমুখ থেকে উৎপন্ন গঙ্গানদীর প্রবল জলোচ্ছাস ও তার শাখা নদীগুলি একযোগে ভাসিয়ে দেবে ওই অঞ্চলের সব জনপদ, শহর এবং লক্ষ লক্ষ গ্রাম আর ওই প্রবল জলোচ্ছাস সমতলে প্রবল বেগে ধেয়ে এসে বঙ্গোপসাগরে মিশে এক নতুন মহাসাগরের আকার নেবে যার ফলস্বরূপ অবশম্ভাবীভাবে কোলকাতা সহ আরও অনেক শহর সম্পূর্ণভাবে অগাধ জলের তলায় চিরকালের জন্য বিলীন হয়ে যাবার সম্ভাবনা অতি প্রবল। হিমালয় পর্বতের মহাপতনের ফলস্বরূপ যে বিরাট বিশাল আকারের গভীর গহ্বরের সৃষ্টি করবে তা এককভাবে এক নতুন মহাসাগরের মতো রূপ নেবে। তার ফলস্বরূপ প্রকৃতির এই প্রলঙ্কর ধ্বংসলীলায় কত সহস্র শহর মানুষের প্রাণ চিরকালের মতো বিলীন হয়ে যাবে যে তার ইয়ত্তা নেই। এই প্রলঙ্কর ধ্বংসলীলায় হিমালয় পর্বতের শুধু উত্তর ভাগই নয় পর্বত লাগোয়া পূর্ব ও পশ্চিমাংশ এই মহাপতনের সাক্ষী হয়ে থাকতে চলেছে। এছাড়াও নেপালের পশ্চিম পোখরা ও ভারতের পূর্ব আলমোড়া পর্যন্ত এই ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলবে। এই গবেষণা আরও বাস্তব নির্ভর আর নির্ভুল করার জন্য ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'ইসরোর' কার্টোসার্ট - ১ মহাকাশ যান এবং শুশুল আর্থের তোলা ছবি থেকে বহু তথ্য আহরণ করেছে। এককথায় এক প্রবল থেকে প্রবলতর কম্পন অনুভূত হবে যা মাটির তলার অংশের এই সরন মাটির উপরিভাগে এক মহাপ্রলয়ের সূচনা করবে। যথেচ্ছহারে পৃথিবীর পরে মানুষ পরিবেশ গত ৬০০-৭০০ বছর ধরে যারপরণাই ধ্বং করে চলেছে। সেইজন্য শেষ বড় মাপের ভূকম্পন অনুভূত হয়েছিল ১৩১৫ থেকে ১৪৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। এরপর আর তেমন বড় মাপের ভূকম্পন হিমালয় এবং তার সংলগ্ন এলাকায় হয়নি। আর সেইমতো বড় ভুকম্পন হিমালয় অঞ্চলে না হওয়ায় মাটির তলার চাপ ক্রমশই বেড়ে চলেছে। আর একমাত্র এক বড়সড় মাপের কম্পনের মাধ্যমেই এই চাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে মহাবলি হিমালয় পর্বত। এখনও মানুষ ভবিষ্যতের কথা না ভেবেই হিমালয় যথেচ্ছভাবে জনপদ তৈরি করে পরিবেশ ধ্বংস করে চলেছে। আর এই সবেরই সমষ্টিগত ফলস্বরূপ আগামী দিনে আগত মহাবলি হিমালয় আসন্ন ভূমিকম্প।

লেখকের নিকট থেকে অনুমতি নিয়েছি -

রমাপ্রসন্ন দত্ত

Scanned by CamScanner

১৩ই মার্চ সংস্থার পক্ষথেকে শ্রী পরিতোষ বিশ্বাস কে সম্মাননা জানানো হচ্ছে

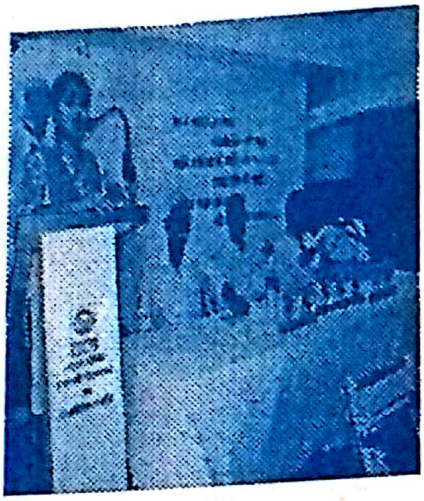

১৩ই মার্চ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দিবসে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন কৃতিকা রায়চৌধুরী

স্মরণ সভায় উপস্থিত দর্শক বৃন্দ

সংস্থার পক্ষ থেকে ৯২ উর্দ্ধ শ্রী বীরেন্দ্র কৃষ্ণ রায়ের জন্মদিন পালন

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700 026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- bethune.geriatrics@gmail.com.Website : bethunegeriatrics.in

Scanned by CamScanner